তিন দিকপালের শায়েরির বঙ্গানুবাদ
মিঠু ঘোষাল
মীরের শায়েরির বঙ্গানুবাদ

শায়েরি - ১

জী মেঁ কেয়া কেয়া হ্যয় অপনে অয় হম্‌দম
পর সুখন তা বলব্ নহীঁ আতা।।

ভাবানুবাদ

বুকে জমা কত কথা বন্ধু গো!
মুখে তার কিছু আসেনা।

শায়েরি - ২

ইব্‌তেদা - এ ইশকমেঁ রোতা হ্যয় কেয়া
আগে আগে দেখিয়ে হোতা হ্যয় কেয়া।।

ভাবানুবাদ

প্রেমের ভোরেই কান্না গেল জুটে?
দিনে দিনে দেখো,আরও কী কী ঘটে!

শায়েরি - ৩

পহুঁচা জো আপকো তো ম্যঁয় পহুঁচা খুদা কে তঈ;
মালুম তব হুয়া কেহ্ বহুত ম্যঁয় ভী দূর থা।।

ভাবানুবাদ

নিজের মধ্যে ঢুকেই পেলাম আসতে প্রভুর কাছে;
জানতে পেলাম ছিলাম দূরে কত।

শায়েরি - ৫

জফায়েঁ দেখ লিয়েঁ,বেবফাইয়াঁ দেখীঁ,
ভলা হুয়া কেহ্ তেরী সব বুরাইয়াঁ দেখীঁ।।

ভাবানুবাদ

দেখেছি তোমার বিশ্বাসী রূপ,দেখেছি বিশ্বাস ভাঙতেও
মন্দ তোমায়ও দেখে নিলাম,ভালোই হলো।

শায়েরি - ৬

তরীক - এ ইশক্ মেঁ হ্যয় রাহনুমা দিল
পয়গম্বর দিল হ্যয় কিবলহ্ দিল খুদা দিল।।

ভাবানুবাদ

প্রেমের পথে পথ দেখায় প্রেম
প্রেমই অবতার,প্রেমই পথ,প্রেমই আবার খোদাও যে।

শায়েরি - ৭

কেয়া কহেঁ কুছ কহা নহীঁ জাতা
অব তো চুপ্ ভী রহা নহীঁ জাতা।

ভাবানুবাদ

কী বলি? কিছু বলতে পারিনা
এখন আর চুপও থাকা যায়না।

শায়েরি - ৮

হ্যয় লব্ - এ বাম আফ্‌তাব - এ উম্র্
করলে সো কীয়া,হ্যয় মীর দিন থোড়া।

ভাবানুবাদ

জীবন-সূর্য অস্তের পথে
যা করার করে নাও মীর,ক'দিন আর বাকি আছে?

শায়েরি - ৯

সরাপা আরজু হোনেনে বন্দহ কর দিয়া হমকো
বগরনহ্ হম খুদা থে গর দিল বেমুদ্দোয়া হোতা।

ভাবানুবাদ

বাসনায় ঢাকা বলেই মানুষ আমি;
বাসনাহীন মন হলে তো আমিই হতাম খোদা!

শায়েরি - ১০

ইশ্‌ক হ্যয় তরজ ও তওর ইশ্‌ককে তঈঁ
কহীঁ বন্দহ্ কহীঁ খুদা হ্যয় ইশ্‌ক।।

ভাবানুবাদ

প্রেমকেই বাসে ভালো প্রেমিক যে জন,নানা রূপ,নানা রঙ যে তার
ভক্ত সাজে প্রেম,খোদাও হয় আবার।

শায়েরি - ১১

দিল সে রুখসৎ হুঈ কোঈ খাহিশ
গিরিয়হ্ কুছ বেসবব নহী আতা।।

ভাবানুবাদ

নিলো বিদায় আরও এক বাসনা মন থেকে
অকারনে তো আসেনা জল চোখে।

শায়েরি - ১২

করেঁ কেয়া কেহ্ দিল ভী তো মজবুর হ্যায়
জমীন সখ্ত হ্যায়,আসমাঁ দূর হ্যায়।।

ভাবানুবাদ

কী বা করি? মন বড় অসহায়
মাটি কঠিন,আকাশ ছোঁওয়া না যায়।

শায়েরি - ১৩

কেয়া আজকলসে উসকী য়েহ বেতবজ্জহী হ্যায়
মুঁহ উননে ইস তরফ্সে ফেরা হ্যায় মীর কবকা।।

ভাবানুবাদ

তাঁর এই বিমুখতা আজকের কথা কী?
মুখ ফেরানো মীর তাঁর তো সেই কবে থেকেই!

শায়েরি - ১৪

সখত্ কাফির থা জিননে পহলে মীর
মজহব-এ ইশ্ক এখতিয়ার কিয়া।।

ভাবানুবাদ

ছিলো যে মীর কঠোর কাফের
নিলো প্রেমধর্মে দীক্ষা সে আজ।

শায়েরি - ১৫

মুহবৎ নহ্ হো কাশ মখ্লুক কো
নহ্ ছোড়ে য়হ্ আশিক নহ্ মাশুক কো।।

ভাবানুবাদ

হায়! প্রেম যদি না থাকতো ভবে!
প্রেমিক কিংবা প্রিয়তমা কাউকেই না ছাড়ে সে।।

শায়েরি - ১৬

বুতাঁকে ইশ্ক্ নে বে - এখতিয়ার কর ডালা
ক্তহ দিল কেহ্ জিসকা খুদাঈ মেঁ এখতিয়ার রহা।।

ভাবানুবাদ

প্রতিমা প্রেমেই হল পরাধীন এ মন;
অধিকারে ছিলো যার শুধু খোদার চরণ।

শায়েরি - ১৭

এক মহরুম চলে মীর হম - হী আলম সে,
বরনহ্ আলম কো জমানহ্নে দিয়া কেয়া কেয়া কুছ।

ভাবানুবাদ

খালি হাতে চলেছি পৃথিবী ছেড়ে একা আমিই মীর;
নাহলে সময় তো দিয়েছে পৃথিবীকে কতই না কিছু।

শায়েরি - ১৮

বুবকা উঠা থা রুখসে মেরে বদগুয়ান কা;
দেখা তো অওর রংগ সারে জাহান কা।

ভাবানুবাদ

উঠলো পর্দা সন্দেহের চোখের পরে
দেখি জগৎ অন্য রঙে,ভিন্ন সুরে।

শায়েরি - ১৯

মৎ সহল হমেঁ জানো,ফিরতা হ্যায় ফলক বরসোঁ
তব খাককে পর্দেসে ইনসান নিকলতে হ্যাঁয়।

ভাবানুবাদ

তুচ্ছ কভু ভেবোনা মোদের,আকাশ জীবন কাটিয়ে শত বর্ষ
ছাই থেকে বেরোয় মানুষ।

শায়েরি - ২০

গুল ও আঈনহ্ কেয়া খুরশীদ ও ম্যহ্ কেয়া
জিধর দেখা তিধর তেরা হী রূ থা।

ভাবানুবাদ

ফুল,আয়না,চাঁদ,সূর্য- যে দিক পানে চাই;
তোমার ও মুখখানি দেখতে যে পাই।

শায়েরি - ২১

ইস অহদ মেঁ ইলাহী মুহব্বৎ কো কেয়া হুয়া
ছোড়া বফা কো উননে মুওরৎ কো কেয়া হুয়া।।

ভাবানুবাদ

এ যুগে হায় প্রেমের হলোটা কী?
বিশ্বাসী তো নেইই,ছেড়েছে সৌজন্যকেও।।

শায়েরি - ২২

ম্যাঁয় জো কহা তংগ হুঁ, মার মরুঁ,কেয়া করুঁ।
রহ্ ভী লগা কহনে - হাঁ কুছ তো কিয়া চাহিয়ে।।

ভাবানুবাদ

আর পারছিনা- সে দিন বলেই দিলাম- কী করি ? মরে যাই?
সেও বলতে থাকে - হ্যাঁ কিছু তো করা দরকার!

শায়েরি - ২৩

হালত তো য়হ্ কেহ্ মুঝকো গমোঁ সে নহী ফিরাগ।।
দিল শোরিশ্ - এ দরূণীসে জ্বলতা হ্যয় জুঁ চিরাগ।।

ভাবানুবাদ

দুঃখ আমায় ছাড়ছে কোথায়?
দীপের মতো জ্বলছে হৃদয়।

শায়েরি - ২৪

অসবাব মর্গ কে তো মুহইয়া হ্যাঁয় সারে মীর,
শায়দ কেহ্ জিন্দগানীকা সবব হ্যয় অওর।।

ভাবানুবাদ

মরার কারন সবই তো মজুত মীর,
হয়তো বাঁচার কারনও কিছু থেকে থাকবে।

শায়েরি - ২৫

বাওলে সে জব তলক্ বকতে থে সব করতে থে প্যায়ার,
অক্ল্ কী বাতেঁ কীয়াঁ কেয়া হমসে নাদানী হুঈ।

ভাবানুবাদ

বোকার মতো কথা বলে পেতাম প্রেম সবার;
জ্ঞানের কথা বলতে চাওয়াই হল বোকামি আমার।

শায়েরি - ২৬

নহ্ খুদসর কিঁউ - কেহ হম হোঁ য়ার অপনা
খুদ-আয়া খুদ পসন্দ্ ও খুদসতা থা।।

ভাবানুবাদ

নিজের মতো কেনই বা না থাকবো আমি!
প্রিয়া আমার ছিলোনা কি আত্মরত,আত্মমুগ্ধ,আত্মশ্লাঘা পরায়ণা?

শায়েরি - ২৭

হোতা হ্যয় শওক রস্ল্ কা ইনকার সে জ্যাদহ্
কব তুঝসে দিল উঠাতে হ্যাঁয় তেরী নহীঁ সে হম?

ভাবানুবাদ

গ্রহণ না করলে প্রেম,বাড়ে প্রেমের পিপাসাই।
মন কি ফেরাতে পারি,না তোমার শুনিনা যতই।

শায়েরি - ২৮

লগা নহ্ দিলকো কহীঁ,কেয়া শুনা নহীঁ তুনে
জো কুছ কেহ্ মীরকা ইস্ আশিকীনে হাল কিয়া?

ভাবানুবাদ

দিওনা মন কাউকে কখন। শোনোনি কি
প্রেম করেছে মীরের হাল কী যে করুন!

শায়েরি - ২৯

হর জিন্স্ কে খাহাঁ মিলে বাজার - এ জহাঁ মেঁ
লেকিন নহ্ মিলা কোঈ খরিদার - এ মুহব্বৎ।

ভাবানুবাদ

দুনিয়ার এই বাজারেতে সব কিছুরই আছে গ্রাহক;
পেলামনা তো কেবল তাকে প্রেমের তরে যে হয় চাতক!

শায়েরি - ৩০

গরমিয়াঁ মুত্তসিল রহেঁ বাহম
নে তসাহিল হো,নে তগাফিল হো।।

ভাবানুবাদ

এসো থাকি আসক্ত পরস্পরে চির দিন;
না হারাই আগ্রহ আর না হই যেন উদাসীন।

শায়েরি - ৩১

মীরজী জর্দ হোতে জাতে হো
কেয়া কহীঁ তুমনে ভী কিয়া হ্যায় ইশ্‌ক?

ভাবানুবাদ

মীর সাহেব দিনে দিনে চেহারার এ কী হাল হচ্ছে তোমার?
তুমিও কি প্রেমে পড়েছো না কি?

শায়েরি - ৩২

সহল হ্যায় মীরকা সমঝনা কেয়া?
হর সুখন উসকা এক মুকাম - সে হ্যায়।।

ভাবানুবাদ

মীরকে বোঝা সহজ এত?
প্রতি কাব্যই তার,প্রাসাদ সে তো!

শায়েরি - ৩৩

রহ তো কল দের তলক দেখতা ইধর কো রহা
হমসে হী হাল - এ তবাহ্‌ অপনা দিখায়া নহ্‌ গয়া।

ভাবানুবাদ

তাকিয়ে ছিলো কালকে সে তো এদিকে অনেকক্ষণ;
পারলামনা তো দেখাতে তাকে,আমার এ হাল,আমার এ মন।

শায়েরি - ৩৪

বা রে দুনিয়া মেঁ রহো গমজদহ্‌ য়া শাদ রহো
অ্যায়সা কুছ করকে চলো যাঁ কেহ্‌ বহুত য়াদ রহো।।

ভাবানুবাদ

থাকো নরলোকে সুখে আর দুঃখে
করো কাজ যা করে স্মরণ লোকে!

শায়েরি - ৩৫

ক্তজহ্‌ - এ বেগানগী নহীঁ মালুম
তুম জহাঁকে হো,বাঁকে হম ভী হ্যাঁয়।।

ভাবানুবাদ

জানিনা কারন তোমার অচেনা সেজে থাকার;
তুমি যেখানের,আমিও তো সেখানকার।

শায়েরি - ৩৬

উড়নে কী হরস্‌ হ্যায় ক্তরনহ্‌
শায়েস্তহ্‌ - এ পরীদন্‌ বাজুমেঁ পর কহাঁ।

ভাবানুবাদ

আছে অভিলাষা উড়ে যাওয়ার;
নইলে ডানায় পালক কৈ আর?

শায়েরি - ৩৭

দুখ অব ফিরাক কা হম সে সহা নহীঁ জাতা
ফির উসসে জুলুম যহ্‌ হ্যয় কুছ কহা নহীঁ জাতা।।

ভাবানুবাদ

যায়না সহা জ্বালা বিরহের;
তায় মুখ ফোটেনা,জ্বালা তারও।

শায়েরি - ৩৮

রাহ্‌ সবকো হ্যয় খুদাসে জান অগর পহুচা হ্যয় তো
হোঁ তরীকে মুখ্‌তলিফ কিতনে হী মনজিল এক হ্যয়।

ভাবানুবাদ

যদি পৌঁছে থাকো, তো জেনে রাখো,পথ সবই প্রভুর কাছেই যায়;
পথ হোক আলাদা যতই,লক্ষ্য সেই একই হয়।

শায়েরি - ৩৯

গুল হো,মহতাব হো,আঈনহ্‌ হো,খুরশীদ হো মীর,
অপনা মহবুব ক্তহী হ্যয় জো অদা রখতা হো।।

ভাবানুবাদ

ফুল হোক বা চাঁদ,আয়না কিংবা সূর্য,
শ্রী আছে যাতে,মীরের প্রিয় তা-ই।

শায়েরি - ৪০

জের - এ ফলক ভলা তু রোতা হ্যয় আপকো মীর,
কিস কিস তরহ্‌ কা আলম য়াঁ খাক হো গয়া হ্যয়।

ভাবানুবাদ

আকাশতলে বসে শুধু কাঁদছো নিজের তরে মীর,
কত সংসার এখানে পুড়ে হল ছাই।

শায়েরি - ৪১

কুছ খুব নহীঁ ইতনা সতানা ভী কিসুকা
হ্যয় মীর ফকীর,উসকো নহ্ আজার দিয়া কর।

ভাবানুবাদ

পীড়া দেওয়া কাউকেই ভালো কাজ নয়
ফকীর যে মীর,তাকে আর পীড়া দেওয়া কেন?

শায়েরি - ৪২

মুতলক্ নহীঁ হ্যয় ঈশ্বর উস দিলরুবা কী খাহিশ
কেয়া জানীয়ে কেহ্ কেয়া হ্যয় যার ও খুদা কী খাহিশ।

ভাবানুবাদ

নেই মন এ দিক পানে সেই প্রিয়তমার
কি জানি কী আছে মনে তার আর খোদাতালার?

শায়েরি - ৪৩

য়া রোয়ে য়া রুলায়া,অপনী তো য়ুঁ হী গুজরী
কেয়া জিক্র্ হমসফীরাঁ,য়ারান্ - এ শাদমাঁ কা।।

ভাবানুবাদ

হয় কেঁদে না হয় কাঁদিয়ে কেটে গেলো জীবন আমার;
তাদের কথা কী আর বলি দুঃখের সাথী ছিলো যারা?

শায়েরি - ৪৪

উস্ গওহর-এ মুরাদ-কো পায়া নহ্ হমনে মীর,
পায়ানে কার মর গয়ে,য়ুঁ খাক ছান কর।।

ভাবানুবাদ

পেলামনা সে আশার মুকুতা মীর,
ছাই গাদা খোঁজাই সার হলো।

শায়েরি - ৪৫

গলী তক্ তেরী লায়া থা হমেঁ শওক
কহাঁ তাকত কেহ্ অব ফির জায়েঁ ঘর তক।।

ভাবানুবাদ

এনেছে প্রেম টেনে আমায় তোমার দুয়ারে;
নেই শকতি আর যে যাই ফিরে ঘরে।

গালিবের শায়েরির বঙ্গানুবাদ

শায়েরি - ১

ইশ্ক পর জোর নহীঁ;হৈ য়েহ্ বোহ্ আতশ গালিব,
জো লগায়ে নহ্ লগে,অওর বুঝায়ে নহ্ বুঝে।।

ভাবানুবাদ

প্রেমের পরে জোর না চলে;
নেভালে না নেভে আর জ্বালালে না জ্বলে।।

শায়েরি - ২

থী খবর গর্ম কেহ্ গালিবকে উড়েঁগে পূর্জে,
দেখনে হম- ভী গয়ে থে পেহ্ তমাশা নহ্ হুয়া।

ভাবানুবাদ

খবর ছিলো গালিবের উড়বে এবার দেহাবশেষ।
দেখতে গেলাম আমিও কিন্তু হলনা সে তামাশাই।।

শায়েরি - ৩

গালিব অহ্বাল সুনা দেঙ্গে হম উন-কো।
বোহ সুনকে বুলালেঁ,য়েহ ইজারা নহীঁ করতে।।

ভাবানুবাদ

গালিব তাকে দেবো তো শুনিয়েই তোমার দশা কী!
শুনে সে ডাকবে তোমায়,তা কেমনে বলি!

শায়েরি - ৪

মেহেরবাঁ হোকে বুলালো মুঝে চাহে জিস বক্ত,
মৈ গয়া বক্ত নহী হুঁ কেহ্ ফির আ ভী নহ সকূঁ।

ভাবানুবাদ

কৃপা হলেই ডেকো আমায়,
নই তো ফেরায় অক্ষম অতীতের সময়।।

শায়েরি - ৫

হোগা কোই ঐসা কী কেহ্ গালিব কো নহ জানে?
শায়র তো বোহ্ আচ্ছা হৈ পে বদনাম বহুৎ হৈ।।

ভাবানুবাদ

এমনও কেউ আছে নাকি গালিবকে যার নেই জানা!
কবি সে ভালোই কিন্তু বদনাম তার ষোলআনা।।

শায়েরি - ৬

আ - হী জাতা বো্হ রাহ পর,গালিব,
কোই দিন অওর ভী জীয়ে হোতে।।

ভাবানুবাদ

পেয়ে তাকে যেতেই গালিব,
আর কিছু দিন বাঁচতে যদি।।

শায়েরি - ৭

নিকালা চাহ্তা হৈ কাম কেয়া তানোঁ সে তু গালিব?
তেরে বেমেহের কহ্নে -- সে বোহ্ তুঝ পর মেহেরবাঁ কিঁউ হো?

ভাবানুবাদ

গঞ্জনায় চাও করতে হাসিল কাজ,গালিব?
নিষ্করুণ বললে তাকে করুণা সে করবে তে ামায়?

শায়েরি - ৮

বোহ্ আঁয়ে ঘর মেঁ হমারে,খুদা-কী কুদরৎ হৈঁ,
কভী হম উন-কো কভী আপনে ঘর - কো দেখতে হৈঁ।

ভাবানুবাদ

এলেন তিনি ঘরে আমার প্রভুর দয়ায়,
চোখ দুটো এই ঘরকে দেখে তো ফের তাঁর পানে চায়।

শায়েরি - ৯

গর তুঝ-কো হৈ য়কীন- এ ইজাবৎ,দোয়া নহ্ মাঙ্গা,
য়ানি, বেগৈর এক দিল-এ বেমুদ্দোয়া নহ্ মাঙ্গা।

ভাবানুবাদ

পাবেই যদি জানো তুমি ক'রোনা প্রার্থনা।
ভাষান্তরে, যাচনাহীন হৃদয় ছাড়া কিছু চেয়োনা।

শায়েরি - ১০

মেঁ নে মানা কেহ্ কুছ নহী গালিব,
মুফৎ হাথ আয়ে স্তো করা কেয়া হৈ?

ভাবানুবাদ

মানছি না হয় কিছুই নয় গালিব,
নিঃখরচায় পাও যদি মন্দই বা কী!

শায়েরি - ১১

ইশক সে তবীয়ৎ নে জীস্ত কা মজা পায়া,
দর্দ কী দবা পাঈ,দর্দ এ বেদবা পায়।

ভাবানুবাদ

জীবনে স্বাদ আনলো প্রেম,
পেলাম ব্যাথার ওষুধ,ওষুধহীন ব্যাথাও।

শায়েরি - ১২

য়েহ কঁহা-কী দোস্তী হৈ কেহ্ বনে? দোস্ত্ না সেহ্।
কোঈ চার হ্ সাজ্ হোতা,কোঈ গম গুসার হোতা।

ভাবানুবাদ

কেমন এ বন্ধুতা যে বন্ধু হ'ল গুরু!
যদি কেউ হ'ত ব্যথার সাথী,দেখাতো কোথায় পথের শুরু।

শায়েরি - ১৩

খুলতা কিসী পে কিঁউ মেরে দিল কা মুআমিলহ্;
শেরোঁ কে ইন্তখাব নে রুস্‌বা কিয়া মুঝে।

ভাবানুবাদ

মনের কথা আমার কেউ কি জানতো নাকি!
কাব্য লেখার শখেই সব হারিয়েছি।

শায়েরি - ১৪

বাহে আনে - কা বফা কী জীয়ে;য়েহ কেয়া আন্দাজ হৈ;
তুমনে কিঁউ সঁওপী হৈ মেরে ঘর কী দরয়ানী মুঝে।

ভাবানুবাদ

রাখো কথা দিয়েছো যখন আসবে বলে।
আমার ঘরের প্রহরী আমায়ই তুমি কেন বানালে?

শায়েরি - ১৫

ইয়া রব, ওহ না সমঝেঁ হ্যাঁয় না সমঝেঁগো মেরী বাত;
দে অওর দিল উন-কো জো না দে মুঝ - কো জবাঁ অওর।

ভাবানুবাদ

হা ঈশ্বর! সে না বুঝেছে, না বুঝবে আমার কথা।
দাও তাকেই অন্য মন, যদি না দিলে আমায় অন্য ভাষা।

শায়েরি -১৬

আশিকী সবর তলব্ অওর তমন্না বেতাব;

দিল কা কেয়া রঙ্গা করুঁ খুন-এ জিগর হোনে তক।

ভাবানুবাদ

প্রেম চায় ধৈর্য্য আর আশা অধীর হয়ে ধায়।
হৃদয় হবেই রক্তে রাঙা, আগে কী রঙে রাঙাই তায়?

শায়েরি -১৭

জিন্দেগী ইয়ুঁ - ভী গুজর - হী জাতী,
কিঁউ তেরা রাহ্‌গুজর ইয়াদ আয়া।

ভাবানুবাদ

জীবন, সে তো কেটেই যেতো।
কেন যে তোমার পথের কথা মাথায় এলো।

শায়েরি - ১৮

বেখুদী বেসবব নেহি, গালিব,
কুছ তো হ্যায় জিস-কি পর্দাদারী হ্যায়।

ভাবানুবাদ

আত্মহারা নই অকারনে, গালিব,
কিছু তো আছেই, যা গভীর, গোপন।

শায়েরি -১৯

জিন্দেগী অপ্‌নী জব্ ইস শকল্‌-সে গুজ্‌রী, গালিব,
হম-ভী কেয়া ইয়াদ করেঙ্গে কে খুদা রখতে থে!

ভাবানুবাদ

এমন ভাবে কাটলো জীবন,গালিব।
মনে করতে সাধ যায়না - ছিল বিশ্বাস কভু তাঁর চরণে!

শায়েরি - ২০

মুহব্বত মে নেহি হ্যায় ফর্‌ক জিনে অওর মরনে - কা।
উসি - কো দেখকর জিতে হ্যাঁয় জিস কাফির - পে দম নিক্‌লে।।

ভাবানুবাদ

প্রেমে নেই তফাৎ বাঁচা, মারার।
তাকে দেখেই আছি বেঁচে, যার তরে যায় প্রাণ।

শায়েরি - ২১

হ্যায় খবর গর্ম উন কে - আনে - কী,
আজ হী ঘর মে বোরিয়া ন হুয়া।।

ভাবানুবাদ

শুনেছি নাকি আসছে আজ সে।
মাদুরও নেই আজকে তাকে বসতে দেবো কী সে?

শায়েরি - ২২

হাজারোঁ খোঁয়াহিশেঁ অ্যায়সি, কে হর খোয়াহিশ পে দম নিকলে,
বহুৎ নিক্‌লে মেরে আরমান, ফির - ভী কম নিকলে।।

ভাবানুবাদ

হাজারটা বাসনা এমন, যায় যে প্রাণ প্রতিটার তরে।
কত আশাই পূর্ণ হল, তবুও যে প্রাণ না ভরে।

শায়েরি - ২৩

ইয়া রব জমানা মুঝকো মিটাতা হ্যায় কিসলিয়ে?
লওঁ এ জাঁহা - পে হরফ -এ মুকররর নহী হুঁ ম্যায়।।

ভাবানুবাদ

হায় প্রভু, পৃথিবী কেন দিচ্ছে মুছে আমায়?
বাড়তি হরফ নই তো আমি পৃথিবীর পৃষ্ঠায়।

শায়েরি - ২৪

সওবার বন্দ্ - এ ইশক-সে আজাদ হম হুয়ে,
পর কেয়া করেঁ কে দিল-হী উদূ হ্যায় ফিরাগ-কা।।

ভাবানুবাদ

মুক্তি পেলাম প্রেম কারাগার থেকে শতবার;
কিন্তু হৃদয় চায়না মুক্তি,করবোটা কী আর!

শায়েরি - ২৫

য়েহ না হামারী কিসমৎ কে বিলাস -এ ইয়ার হোতা,
আগর অওর জিতে রহতে ইয়েহী ইন্তেজার হোতা।

ভাবানুবাদ

প্রিয় মিলন ছিলনা কপালে লেখা;
আরও বাঁচলেও অপেক্ষাতেই কাটাতো দিন,না পেয়ে তার দেখা।

শায়েরি - ২৬

তু দোস্ত কিসী - কা-ভী সিতমগর না হুয়া থা।
অওরোঁ পে হ্যায় ওহ জুল্ম জো মুঝ পর না হুয়া থা।

ভাবানুবাদ

হে নিষ্ঠুর তুমি হলেনা বন্ধু কারুর কখনই;
দিচ্ছো জ্বালা অন্য কে যা,আমায়ও তা দাওনি।

শায়েরি - ২৭

বে দাদঃ ও ইশ্‌ক সে নহী ডরতা মগর,অসদ;
জিস দিল - পে নাজ থা মুঝে ওহ দিল নহী রহা।

ভাবানুবাদ

নেই যে ভয় প্রেমের নিষ্ঠুরতায়,অসদ;
গর্বের মনটাই তো নেই গো হায়।

শায়েরি - ২৮

চাহনে কো তেরে কেয়া সমঝা থা দিল;
বারে অব স - সে - ভী সমঝা চাহিয়ে।

ভাবানুবাদ

চাওয়াকে তোমার কী ছিল সে ভেবে!
হৃদয়ের কাছে তা বুঝে নিতে হবে।

শায়েরি - ২৯

হম হ্যায় মুশতাক অওর ওহ বেজার;
ইয়া ইলাহি ইয়ে মাজরা কেয়া হ্যায়?

ভাবানুবাদ

ব্যাকুল আমি আর বিরক্ত তিনি হেথা,
হা প্রভূ দাও বুঝিয়ে ব্যাপার আসলে কী তা!

শায়েরি - ৩০

তাব লায়ে - হী বনেগী,গালিব,
বাকেয়া সখৎ অওর জান আজিজ।

ভাবানুবাদ

পারতে তোমায় হবেই গালিব,
পরিস্থিতি কঠিন আর প্রাণ যে প্রিয় হায়।

শায়েরি - ৩১

গালিব,ছুটি শরাব,পর অব - ভী - কভী কভী
পিতা হুঁ রোজ এ অবর ও শব-এ মাহ তাব - মেঁ।

ভাবানুবাদ

ছেড়েছি মদ,গালিব,তবু আজও সংগোপনে
পান করি তা জ্যোৎস্না রাতে আর মেঘলা দিনে।

শায়েরি - ৩২

হম কাঁহাকে দানা থে,কিস হুনর - মেঁ য়কতা থে,
বেসবব হুয়া,গালিব,দুশমন আসমাঁ আপনা।

ভাবানুবাদ

কি এমন গুণী ছিলাম,কেউকেটা বা কোথাকার?
অকারনেই শত্রু হল আকাশ আমার!

শায়েরি - ৩৩

ওহ ফিবাক অওর ওহ বিসাল কাঁহা?
ওহ শব ও রোজ ও মাহ ও সাল কাঁহা?

ভাবানুবাদ

কোথা সে বিরহ,মিলন?
কোথা সে রাত,দিন,মাস,সন?

শায়েরি - ৩৪

অব জফা - সে - ভী হ্যাঁয় মহরুম,আল্লাহ,আল্লাহ;
ইস কদর দুশমন - এ অবাব - এ বফা হো জানা।

ভাবানুবাদ

নিষ্ঠুরতাতেও নেই তোমার এখন আমার অধিকার,প্রভূ
একনিষ্ঠ ভক্তে সাজা কত দেবে আর?

শায়েরি - ৩৫

ফির কুছ এক দিল - কো বেকরারী হ্যায়,
সীনহ্‌ জুয়া - এ জখমকারী হ্যায়।

ভাবানুবাদ

মন যে হল ফের উতলা
শুরু হল তাই আঘাতকারীরই খোঁজে চলা।

শায়েরি - ৩৬

কোঈ উম্মীদ নহী আতি,
কোঈ সূরৎ নজর নহী আতি।।

ভাবানুবাদ

নেই কোনও আশার রেখা,
কোনও পথই যায়না দেখা।

শায়েরি - ৩৭

ঘর-মে থা কেয়া কে তেরা গম উসে গারৎ করতা;
ওহ,জো রাখতে থে হম এক হসরৎ-এ তামীর,সো হ্যায়।

ভাবানুবাদ

ছিলটা কি ঘরে যে পোড়ায় তোমার দুঃখ তাকে?
সৃষ্টি বাসনা যে ছিল এক,আজও তো আছে।

শায়েরি - ৩৮

সভলনে দে মুঝে অ্যায় না উন্মীদী, কেয়া কয়ামৎ হ্যায়,
কে দামান - এ খয়াল - এ ইয়ার ছুটা জায়ে হ্যায় মুঝ সে।।

ভাবানুবাদ

দাও সামলাতে আমায় হে নিরাশা, এ কী প্রলয় কান্ড
তার ভাবনার আঁচলও যাচ্ছে ছেড়ে হাত আমার!

শায়েরি - ৩৯

ফলক - কো - দেখ - কে করতা হুঁ ইয়াদ উস - কো অসদ,
জফা - মে উস - কে হ্যায় আন্দাজ কারফরমাঁ - কা।।

ভাবানুবাদ

আকাশ পানে চেয়ে করি তাকেই স্মরণ,আসাদ
তার নিষ্ঠুরতায় মেলে প্রভুর নিষ্ঠুরতার ধরন।

শায়েরি - ৪০

গম অগর চেহ জাঁ - গুসল্ হ্যায়,পে কাঁহা বচে কে দিল হ্যায়;
গম - এ ইশ্‌ক গর না হোতা,গম - এ রোজগার হোতা।।

ভাবানুবাদ

দুঃখ যখন প্রাণক্ষয়ী কী করে আর বাঁচে মন!
প্রেম দুঃখ না রইলেও দিতো দুঃখ অল্প আমার উপার্জন।

শায়েরি - ৪১

হম নে বহ্‌শৎকদহ্ - এ বজম্ - এ জাঁহা মে জুঁ শমা।
শোলহ্- এ ইশ্‌ক - কো আপনা সর ও সাঁমা সমঝা।।

ভাবানুবাদ

উজাড় মজলিসে এই দুনিয়ার আমি মোমের বাতি;
প্রেম-শিখাকেই ভাবি মনে চির আমার সাথি।

শায়েরি - ৪২

তামাশা - এ গুলশন,তমন্না - এ চীদন-
বাহার - আফরীনা,গনাহগার হ্যাঁয় হাম।

ভাবানুবাদ

দেখবো রূপ বাগিচার,তুলবো ফুলও তার,
দোষী আমি তাঁর কাছে সৃষ্টি এ বসন্ত যাঁর।

শায়েরি - ৪৩

খুশী কেয়া খেত পর মেরে আগর সওবার অবর আয়ে;
সমঝতা হুঁ কে ঢুঁঢে হ্যায় আভী বর্ক খিরমন কো।

ভাবানুবাদ

খুশীর এত আছে কী খেতের ওপর শতেকবারও মেঘ এলে,
খুঁজছে জানি বজ্র আমার ধানের গোলা চোখ জ্বেলে জ্বেলে।

শায়েরি - ৪৪

বায়ে দিবানগি -এ শতক কে হরদম মুঝ কো
আপ জানা উধর অওর আপ হী হৈরাঁ হোনা।

ভাবানুবাদ

প্রেম করেছে পাগল আমায় তাই।
হই হয়রান তবু ওদিক পানে যাই।

শায়েরি - ৪৫

দওড়ে হ্যায় ফির হর এক গুল ও লালহ্ পর খয়াল,
সদ গুলিস্তাঁ নিগাহ্ কা সামাঁ কিয়ে হুয়ে।।

ভাবানুবাদ

প্রতি লালহ ও গোলাপ টানছে আমায়,
পাথেয় যা আছে তাতে শত বাগিচা দেখা যায়।

শায়েরি - ৪৬

চাহতে হ্যাঁয় খুবরুয়োঁ - কো অসদ;
আপ - কী সুরৎ তো দেখা চাহিয়ে।।

ভাবানুবাদ

চাও দেখতে সুবদন অসদ;
নিজের মুখও তো দেখা দরকার!

শায়েরি - ৪৭

তামাশা কর অয় মহ্‌ব্ - এ আইনাদারী,

তুঝে কিস তমন্না - সে হম দেখতে হ্যাঁয়।।

ভাবানুবাদ

আয়না নিয়ে দেখছোটা কী? তাকাও এবার।
আছি চেয়ে তোমার দিকে, চোখ জুড়ে যে তৃষ্ণা আমার।

শায়েরি - ৪৮

হরীফ - এ জোশিশ্ -এ দরিয়া নহীঁ খুদদারী - এ সাহিল,
জহাঁ সাকী হো তু, বাতিল হ্যায় দাবা হোশিয়ারী - কা।।

ভাবানুবাদ

নদী হলে উত্তাল থাকে কী তীরের সম্মান!
তুমি হলে সাকী নেশা না করা বেমানান।।

শায়েরি - ৪৯

য়েহ্ ফিত্নহ্ আদমী - কী খানহ্ - বীরানী - কো কেয়া কম হ্যায়?
হুয়ে তুম দোস্ত জিস - কে দুশমন উসকা আসমাঁ কিঁউ হো?

ভাবানুবাদ

করতে ক্ষতি কম যাওনা সর্বনাশের স্ফুলিঙ্গ!
তুমি যার বন্ধু হলে, আকাশ কেন চায় তারও শত্রু হতে?

শায়েরি - ৫০

দহর জুজ জল্বহ্ - এ য়ক্তাই - এ মাশুক নহীঁ;
হম কহাঁ হোতে অগর হুস্ন না হোতা খুদবী।।

ভাবানুবাদ

বিশ্ব যে এ পরম প্রিয়ের শোভা ছাড়া কিচ্ছুটি না।
রূপ দেখতে নিজের তিনি না চাইলে জন্ম আমার হোতোইনা।

শায়েরি - ৫১

আতা হ্যায় দাগ - এ হসরৎ - এ দিল - কা শুমার ইয়াদ,
মুঝ - সে মেরে গুনাহ্ - কা হিসাব অ্যায় খুদা না মাঙ্গ।।

ভাবানুবাদ

কত বাসনার ক্ষত চিহ্ন মনে।
চেয়োনা প্রভু পাপের হিসাব জ্ঞানে, অজ্ঞানে।

শায়েরি - ৫২

বিজলী এক কুঁদ গয়ি আঁখো - কে আগে তো কেয়া;
বাত করতে কে মৈঁ লবতশ্ না - তকরীর ভী থা।।

ভাবানুবাদ

কার তাতে কী পড়লে হেথায় বিজলি যে এক চোখের পরে ?
বলতে কথা তৃষ্ণা ছিল ওষ্ঠাধারে কথার তরে।

শায়েরি - ৫৩

নগমা - এ গম কো ভী অ্যায় দিল গনীমৎ জানিয়ে;
বেসদা হো যায়েগা ইয়ে সাজ - এ হস্তী এক দিন।।

ভাবানুবাদ

দুঃখ গীতের মূল্য বোঝো মন গো আমার।
সত্ত্বার এই বীণাটিরও আসবে সময় এক্কেবারে থামার।

শায়েরি - ৫৪

হ্যায় জবাল আমাদহ অজ্জা আফরীনশ্ - কে তমাম;
মহর - এ গর্দুঁ হ্যায় চিরাগ -এ রাহগুজরঃ বাদিয়াঁ।।

ভাবানুবাদ

সৃষ্টির যা কিছু হবে তো ধ্বংসই একদিন।
ঝোড়ো হাওয়ায় পথ চলে যে হাতে জ্বলে তার প্রদীপ যেন সূর্য নিজেই - যে আনে দিন।

শায়েরি - ৫৫

জানতা হুঁ সবাব - এ তা' অৎ ও জুহদ্,
পর তবী'অৎ উধর নহীঁ আতী।।

ভাবানুবাদ

আছে লাভ জানি ধর্ম পথে ;
মন যে তবু চায়না যেতে!

শায়েরি - ৫৬

তেরী বফা - সে কেয়া হো তলাফী কে দহর মেঁ
তেরে সিবা - ভী হম - পে বহুৎ সে সিতম হুয়ে।।

ভাবানুবাদ

প্রেম নিষ্ঠা তোমার জুড়াবে কী আর বুকের জ্বালা!
তুমি ছাড়াও পেয়েছি কত কাঁটায় গাঁথা গলার মালা।

শায়েরি - ৫৭

ইয়ে লাশ - এ বেকফন অসদ খুস্তহ্ জাঁ - কী হ্যায়;
হক মগ্ ফিরৎ করে, অজব আজাদ মর্দ থা।।

ভাবানুবাদ

আঢাকা এই লাসখানি যে ভগ্ন হৃদয় আসাদেরই;
করেন ক্ষমা প্রভূ যেন স্বাধীনচেতা পুরুষটিরে।

শায়েরি - ৫৮

চমনজার - এ তমন্না হো গয়া সর্ফ - এ খিজাঁ লেকিন,
বহার - এ নীমরঙ আহ - এ হসরৎনাক বাকী হ্যায়।

ভাবানুবাদ

বাসনার রঙে রাঙানো বাগিচা গেলো তো শুকিয়ে হেমন্তের ছোঁওয়ায়।
রয়েছে তবু আশার শেষ দীর্ঘশ্বাস ফিকে বসন্তের হাওয়ায়।

শায়েরি - ৫৯

তুনে কসম ময়কশী - কী খাঈ হ্যায়, গালিব;
তেরী কসম - কা কুছ এতিবার নহীঁ হ্যায়।।

ভাবানুবাদ

মদ ছোঁবেনা শপথ তোমার, গালিব;
সে শপথে ভরসা কিসে রাখি?

শায়েরি - ৬০

জাতা হূঁ দাগ - এ হসরৎ - এ হস্তী লিয়ে হুয়ে,
হূঁ শমা - এ কুশতহ দরখুর - এ মহফিল নহীঁ রহা।।

ভাবানুবাদ

যাচ্ছি চলে জীবনের অপূর্ণ বাসনার ক্ষত চিহ্ন নিয়ে বুকে;
নির্বাপিত প্রদীপকে এই মহফিলে আর রাখবেটা কে?

শায়েরি - ৬১

ঈমাঁ মুঝে রোকে হ্যায় তো খীচে হ্যায় মুঝে কুফ্র।
কাবা মেরে পিছে হ্যায়, কলীসা মেরে আগে।

ভাবানুবাদ

বিশ্বাস ধর্মের রাখে ধরে আর অবিশ্বাস আমায় টানে।
পশ্চাতে কাবা আর সম্মুখে রয়েছে বেদী প্রতীমার এইখানে।

শায়েরি - ৬২

তুম - সে বেজা হ্যায় মুঝে আপনী তবাহী - কা গিলা,
ইস - মেঁ কুছ শাইবা - এ খুবী - এ তকদীর - ভী থা।।

ভাবানুবাদ

তুমিই করেছো সর্বনাশ আমার কী করে তা বলি!
ভাগ্য দেবীও করেছে তো নিয়ে আমায় শতেক ঠেলাঠেলি।

শায়েরি - ৬৩

কৌন হোতা হ্যায় হরীফ - এ ময় - এ মর্দ অফগন - ইশ্ক্ -
হ্যায় লব - এ সাকী - পে সদা মেরে বাদ।।

ভাবানুবাদ

চায় কে হোতে পুরুষঘাতি প্রেম - সুরার সাথী -
মরণ ঘুমে ঘুমিয়ে শুনি বলছে এখন সাকী।

শায়েরি - ৬৪

পিন্হাঁ থা দাম সখৎ করীব আশিয়াঁ - কে,
উড়নে না পায়ে থে কে গিরফতার হম হুয়ে।।

ভাবানুবাদ

বাসার কাছেই ছিল ফাঁদ পাতা,
ওড়ার আগেই পড়ে গেলাম ধরা।

শায়েরি - ৬৫

উরূজ - এ ন - উম্মীদী - এ চশ্ম্ - এ জখম চর্খ কেয়া জানে,
বহার - এ বে-খিজাঁ অজ আহ - এ বেতাসীর হ্যায় পয়দা।।

ভাবানুবাদ

আকাশ না জানে আহত চোখের নীরাশার মহিমা;
ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাসে নেয় জন্ম বসন্ত সে হেমন্তহীনা।

শায়েরি - ৬৬

না গুল -এ নগমা হু, না পরদা - এ সাজ,
ম্যাঁয় হূঁ অপনী শিকস্ত - কী আবাজ।।

ভাবানুবাদ

না আমি সংগীত, না সেতারের তার;
আমি শুধু শব্দ এক, উৎস যার হার!

শায়েরি - ৬৭

অসদ, শিক্বহ্ কুফ্র ও দোয়া না সিপাসী;
হুজুম - এ তমন্না - সে নাচার হ্যাঁয় হম।।

ভাবানুবাদ

না পাওয়ার অনুযোগ অধর্ম আসাদ, আরও চাওয়া অকৃজ্ঞতা;
তবু বাসনা বনে দিশেহারা আমি নিরুপায় যে।

শায়েরি - ৬৮

সব কাঁহা কুছ লালহ্ ও গুল - মেঁ নুমায়াঁ হো গয়ী,
খাক -মে কেয়া সূরতেঁ হোঁগী কে পিন্হাঁ হো গয়ী ।।

ভাবানুবাদ

সবটা কোথায় কিছুটাই তো নিয়েছে রূপ লালহ্, গোলাপের চারা!
কী রূপসীই ছিলেন ঐ মাটির তলায় আছেন যাঁরা!

শায়েরি - ৬৯

আগোশ - এ গুল কুশাদহ বরায়ে বিদা হ্যায়;
অয় অন্দলীব চল্ কে চলে দিন বাহার - কো।।

ভাবানুবাদ

মেলছে পাপড়ি গোলাপ কলিরা বাজাতে বিদায় বীণ;
হে বুলবুল চলো চলে যাচ্ছে চলে বসন্তের দিন।

শায়েরি - ৭০

খামোশী - মেঁ নিহাঁ খূঁ - কুশ্তহ্ লাখোঁ আরজুঁয়ে হ্যাঁয়;
চিরাগ - এ মূর্দহ হুঁ ম্যাঁয় বেজবান গোর - এ গরীবাঁ- কা।।

ভাবানুবাদ

নিহত চাওয়ারা আমার আছে ঢাকা মৌনতার চাদরে;
নীরব সমাধিস্থানে নিভে যাওয়া দীপ আমি আছি পড়ে অনাদরে।

শায়েরি - ৭১

নহীঁ গর সর ও বর্গ্ - এ অদ্‌রাক - এ মানে।
তামাশা - এ নৈরঙ্গ্ - এ সূরৎ সলামৎ।।

ভাবানুবাদ

অর্থ না বুঝি কোনও দিন যদি,
থাকে যেন রূপ, রং দেখার শকতি।

শায়েরি - ৭২

খেল সমঝা হ্যায়, কহীঁ ছোড় না দে ভুল না যায়,
কাশ, ইয়ুঁহী হো কে বিন মেরে সতায়ে না বনে।।

ভাবানুবাদ

খেলা নাকি যে দেবে ছেড়ে , যাবে ভুলে মোরে;
হয় যেন এমনই সে না জ্বালিয়ে আমায় না রইতে পারে।

শায়েরি - ৭৩

দেখনা তকরীর - কী লজজৎ কে জো উস - নে কহা,
ম্যায় নে ইয়ে জানা কে গোয়া ইয়ে - ভী মেরে দিল মে হ্যায়।।

ভাবানুবাদ

দেখো তার কথার জাদু, যা বলে সে,
ছিলো আমারই মনে, মনে হয় যে।

শায়েরি - ৭৪

লেতা হুঁ মকতব - এ গম - এ দিল - মে সবক হুনুজ,
লেকিন ইয়েহি কে ‘রফৎ’ গয়া অওর ‘বুদ’ থা।।

ভাবানুবাদ

হৃদয় ব্যথার পাঠশালায় ছাত্র আমি এখনো,
হয়েছে রপ্ত দুটিই পাঠ - ‘ছিলো’ আর ‘গেলো’।

শায়েরি - ৭৫

অসদ ফরেফ্‌তহ্ - এ ইন্তখাব - এ তর্জ - এ জফা,
বগরনা দিলবরী - এ বাদা বফা মালুম।।

ভাবানুবাদ

মজেছে আসাদ তোমার বাছা নিষ্ঠুরতার রূপে,
নইলে অত শক্তি কোথায় তোমার প্রেম প্রতিজ্ঞাতে।

শায়েরি - ৭৬

গরদিশ - এ সাগর - এ জলবা - এ রঙ্গীন তুঝ - সে,
আঈনাদারী - এ এক দীদহ্ - এ হ্যায়রান মুঝ - সে।।

ভাবানুবাদ

সুরা পাত্রের রঙ্গীন ছবি দেখাও ঘুরিয়ে তুমি,
বিস্মিত এই চোখ আয়নায় রাখি ধরে আমি।

শায়েরি - ৭৭

দায়েমুল - হবস ইস - মে লাখোঁ তমন্নায়েঁ, অসদ;
জানতে হ্যাঁয় সীনা - এ পুরখুঁ - কো জিন্দাখানা হম।।

ভাবানুবাদ

বন্দী হেথায় যাবজ্জীবন লক্ষ বাসনা আসাদ,
রক্তাক্ত এই বক্ষ আমার কারাগার যে এক।

শায়েরি - ৭৮

নৈ তীর কমাঁ - মেঁ হ্যায়, না, সৈয়াদ কমী - মে হ্যায়,

গোশা মে কফস - কে মুঝে আরাম বহুৎ হ্যায়।।

ভাবানুবাদ

না তীর আছে ধনুকে, না ফাঁদ পাতা কোনওখানে;
বেশ আমি আছি সুখে বসে খাঁচার কোণে।

শায়েরি - ৭৯

ওহ্ হলকা - এ জুল্‌ফ্ কমীঁ মে হ্যায় অ্যায় খুদা,
রাখ লিজিও মেরে দাবা - এ বারিস্তগী - কী শর্ম।।

ভাবানুবাদ

ওৎ পেতে আছে তার কুন্ডলিত কেশদাম;
রেখো প্রভু মোর স্বাধীন মনের মান।

শায়েরি - ৮০

কী মেরে কতল -কে বাদ উস - নে জফা - সে তওবা-
হায় উস জূ দপশীমাঁ কা পশীমাঁ হোনা।।

ভাবানুবাদ

আমায় হত্যার পরে সে নিলো শপথ অহিংসার;
ত্বরিত-অনুতাপিনীর ঐ অনুতাপে বলি হায় হায় বারবার ।

শায়েরি - ৮১

খিজাঁ কেয়া, ফসল -এ গুল কহতে হ্যাঁয় কিস - কো, কোঈ মওসম হো-
ওহি হম হ্যায়, কফস হ্যায়, অওর মাতম বাল ও পর - কা হে।।

ভাবানুবাদ

আসুক হেমন্ত, বসন্ত বা অন্য কোনও ঋতু
আছি সেই আমি, আছে সেই খাঁচা আর কান্না ছিন্ন পক্ষের তরে।

শায়েরি - ৮২

কফস - মে মুছে রুদাদ - এ চমন কহতে না ডর হমদম;
গিরীথী জিস - পে কাল বিজলী ও মেরা আশিয়াঁ কিঁউ হো।।

ভাবানুবাদ

বন্দী আমায় বলতে ক'রোনা দ্বিধা বাগানের সব কথা যেন;
পড়লো যেথায় বাজ, সে আমারই বাসা হবে কেন?

শায়েরি - ৮৩

কলকল - কে কারোবার - পে হ্যাঁয় খন্দহা - এ গুল-
কহতে হ্যাঁয় জিস - কো ঈশ্‌ক্, খলল হ্যায় দিমাগ - কা।।

ভাবানুবাদ

কান্ড দেখে বুলবুলেরই হাসছে দেখো ফুল-
প্রেম যার নাম মাথার বিকার ছাড়া কী?

শায়েরি - ৮৪

তা চন্দ্ পস্ত্ ফিৎরতী - এ তবা - এ আরজ;
য়া রব, মিলে বুলন্দী - এ দস্ত্ - এ দোয়া মুঝে।।

ভাবানুবাদ

কত কাল আর থাকবে হৃদয় সংকোচে হয়ে নত?
দাও গো প্রভু সাহস আমায় প্রার্থনাটা করার মতো।

শায়েরি - ৮৫

সখতী - কশান - এ ইশ্‌ক - কী পুছে হ্যায় কেয়া খবর;
ওহ লোগ রফতা রফতা সরাপা আলম হুয়ে।।

ভাবানুবাদ

প্রেমের সাধক ছিলো যারা, শুনবে কী আর খবর তাদের আমায় বলো;
ক্রমেই তারা দুঃখে ভরা মূর্তিটাই যে হয়ে গেল।

শায়েরি - ৮৬

গিলা হ্যায় শওক - কো দিল - মে ভী তঙ্গী - এ জা - কা।
গৌহর - মে মহব হুয়া ইজ তরাব দরিয়া-কা।।

ভাবানুবাদ

হৃদয়ে ঠাঁই কম - বলে অফুরন্ত সাধেরা আমার।
মুকুতায় বন্ধ যেন সাগর অপার।

শায়েরি - ৮৭

ফির শওক কর-রহা হ্যায় খরীদার - কী তলব,
অর্জ - এ মতা - এ অকল ও দিল ও জাঁকিয়ে হুয়ে।।

ভাবানুবাদ

চলেছে সাধ খুঁজতে গ্রাহিকা আবার,
নিয়ে সাজিয়ে বুদ্ধি, হৃদয়, প্রাণের উপহার।

শায়েরি - ৮৮

হাল - এ দিল নহী মালুম লেকিন ইস কদর, য়ানী,
হম - নে বারহা ঢুন্ঢা, তুম - নে বারহা পায়া।।

ভাবানুবাদ

মনের ব্যাপার জানিনা কিছুই, কিন্তু এটাই সার।
খুঁজেছি আমি বারেবারে, পেয়েছো তুমি বারেবার।

শায়েরি - ৮৯

অয় দিল - এ না আকিবৎ - অন্দেশ, জবৎ - এ শওক কর;
কওন লা সকতা হ্যায় তাব - এ দীদার -এ দোস্ত।।

ভাবানুবাদ

হায় রে বোকা মনটা আমার, সামলে রাখো আশাকে যে,
বন্ধুর ঐ উজল রূপ সইবে তুমি কী সে!

শায়েরি - ৯০

দৈর নহী, হরম নহী, দর নহী, আস্তা নহী;
বয়ঠে হ্যাঁয় রাহগুজর - পে হম, গৈর হমে উঠায়ে কিয়ুঁ?

ভাবানুবাদ

নয় মন্দির, কাবা বা দরজা কারো, নয় আস্তানাও তো;
আছি বসে পথের ধারে, তবু আমায় ওঠায় কেন?

শায়েরি - ৯১

সদ জলবা রূ-বরূ হ্যায় জো মিজ গাঁ উঠাইয়ে ,
তাকৎ কাঁহা কে দীদ - কা ইহ্সাঁ উঠাইয়ে।

ভাবানুবাদ

শত শোভা আছে চোখের পলক তোলার অপেক্ষায়,
চোখের দানে ধন্য হবে, শক্তি তোমার কোথায়?

শায়েরি - ৯২

নুক্তহ চীঁ হ্যায় গম - এ দিল, উস - কো শুনায়ে না বনে;
কেয়া বনে, বাত জাঁহা বাত বনায়ে না বনে।।

ভাবানুবাদ

আত্ম আলোচক আমার মনো ব্যাথা কেমনে জানাই তারে?
কী করে আর পুরবে আশা কথাই যখন বুকেই কেবল ঘোরে ফেরে!

শায়েরি - ৯৩

বস্ হুজুম - এ না - উম্মীদী, খাক - মে মিল জায়েগী
ইয়ে জো এক লজজৎ হমারী সয়ী - এ বেসাহিল - মে হ্যায়।।

ভাবানুবাদ

আর না বাড়ে যেন নীরাশার ভীড়, যাবে হয়ে ছাই
সেই স্বাদুতা, আছে যা আমার নিষ্ফল প্রয়াসে।।

শায়েরি - ৯৪

নগমা হ্যায়, মহব - এ সাজ রহ; নশা হ্যায়, বেনিয়াজ রহ্
রিন্দ - এ তমাম - এ নাজ রহ্; খলক - কো পারসা সমঝ।।

ভাবানুবাদ

আছে সুর, যাও ভেসে সুরে, আছে সুরা, যাও সব ভুলে।
রূপসীর প্রেমে হও পাগল, থাক সাধুতা পরের তরে।

শায়েরি - ৯৫

ম্যায় অওর সদ্হজার নবা - এ জিগর - খরাশ,
তু অওর ওহ না - শুনীদন কে কেয়া কহুঁ।।

ভাবানুবাদ

এদিকে আমি - যার রব থামেনা;
ওদিকে তুমি,কিছু যার কানে ঢোকেনা।

শায়েরি - ৯৬

গো ম্যায় রহা রহীন - এ সিতমহা - এ রোজগার;
লেকিন তেরে খয়াল- সে গাফিল নহী রহা।।

ভাবানুবাদ

যতই জ্বলি বছর বছর জীবিকার উৎপীড়নে,
ভোলেনি মন ভাবতে তোমায়।

শায়েরি - ৯৭

না কর্দহ্ গুনাহোঁ - কী ভী হসরৎ - কী মিলে দাদ,
ইয়া রব,অগর ইন কর্দহ্ গুনাহোঁ - কী সাজা হ্যায়।।

ভাবানুবাদ

পাপের সুখে আছে শাস্তি যখন,
তবে প্রভু, দাও সাধুবাদ গো না করা পাপের হাহাকারকেও।

শায়েরি - ৯৮

রশক কহতা হ্যায় - উস - কা গ্যায়র সে থলাস হৈফ;
অকল্ কহতী হ্যায় কে ওহ বেমেহের কিস - কা আশনা ।।

ভাবানুবাদ

ঈর্ষা বলে সে অন্য কারো;
বুদ্ধি বলে নির্দয়ী সে তা পারেনা হতে।

শায়েরি - ৯৯

মহরম নহী হ্যায় তু-হী নবাহা-এ রাজ-কা;
য়াঁ বরনা জো হিজাব হ্যায় পর্দা হ্যায় সাজ-কা।।

ভাবানুবাদ

রসবোধে দেয়নি ধরা তোমারই যে রহস্যের রাগ;
নইলে আবরন সে তো সুরেরই সে পর্দা।

শায়েরি - ১০০

হুঁ ম্যায় - ভী তমাশাই - এ নৈরঙ্গ - এ তমন্না,
মৎলব নহী কুছ ইস - সে কে মৎলব - হী বর আয়ে।।

ভাবানুবাদ

বাসনার নিত্য নব রঙের সাক্ষি আমি;
বাসনা আমার মিটবে কিনা কে তা ভাবে!

শায়েরি - ১০১

ম্যায় সে গর্জ নিশাৎ হ্যায় কিস রুসিয়াহ-কো,
একগুনহ্ বেখদী মুঝে দিনরাত চাহিয়ে।।

ভাবানুবাদ

নেশা করে চায় কে হতে সুখী?
নেশায় ভুলি নিজেকে যে,তাই তো নেশা করে থাকি।

খৈয়ামের শায়েরির বঙ্গানুবাদ

RUBÁIYÁT OF OMAR KHAYYÁM OF NAISHÁPÚR
FIRST EDITION
১৮৫৯

শায়েরি - ১

Awake! for Morning in the Bowl of Night
Has flung the Stone that puts the Stars to Flight:
And Lo! the Hunter of the East has caught
The Sultán's Turret in a Noose of Light.

ভাবানুবাদ

জাগো, গেছে রাত ফুরিয়ে
তারারা সব পড়ে লুকিয়ে।
দেব শিকারী পুব আকাশে
হানে আলো যে রাজপ্রাসাদে।

শায়েরি - ২

Dreaming when Dawn's Left Hand was in the Sky
I heard a Voice within the Tavern cry,
"Awake, my Little ones, and fill the Cup
"Before Life's Liquor in its Cup be dry."

ভাবানুবাদ

স্বপ্ন দেখি রাত্রি শেষে,
শুনতে যে পাই কণ্ঠ কার
'জাগো, ভরো - শুকিয়ে না যায়
পেয়ালা এই জীবনটার'।

শায়েরি - ৩

And, as the Cock crew, those who stood before
The Tavern shouted—"Open then the Door!
"You know how little while we have to stay,
"And, once departed, may return no more."

ভাবানুবাদ

ভোরের সাথেই ডাকছে কারা
'দাও খুলে ঐ পানশালারই দুয়ারখান
চলে গেলে আর ফিরবেনাকো
এই জীবন আর এই যে প্রাণ'।

শায়েরি - ৪

Now the New Year reviving old Desires.
The thoughtful Soul to Solitude retires,
Where the WHITE HAND OF MOSES on the Bough
Puts out, and Jesus from the Ground suspires.

ভাবানুবাদ

নতুন সনেও পুরানো আশা
ভাবুক মনে স্মৃতির ভাষা
যায় কেন সে বনের মাঝে
যিশুর শ্বাসে -পাতার সাজে?

শায়েরি - ৫

Irám indeed is gone with all its Rose,
And Jamshýd's Sev'n-ring'd Cup where no one knows;
But still the Vine her ancient Ruby yields,
And still a Garden by the Water blows.

ভাবানুবাদ

নিয়েছে ইরাম তার গোলাপ যত,
জামশিয়েদের পেয়ালা - তাকে খুঁজবো কত?
পুরানো সেই চুনী তবু জ্বলছে আজও
রয়েছে দেখি বাগিচা আর নদীর সাজও!

শায়েরি - ৬

And David's Lips are lock't; but in divine
High piping Pehlevi, with "Wine! Wine! Wine!
"Red Wine!"—the Nightingale cries to the Rose
That yellow Cheek of her's to'incarnadine.

ভাবানুবাদ

নেই দায়ুদ তাই বুলবুলি
কাটায় গেয়ে দিনগুলি
গোলাপেরই রং যে লাল
রাঙাক তার হলুদ গাল।

শায়েরি - ৭

Come, fill the Cup, and in the Fire of Spring
The Winter Garment of Repentance fling:
The Bird of Time has but a little way
To fly—and lo! the Bird is on the Wing.

ভাবানুবাদ

ফাগুনের এই আগুনে এসো
পেয়ালা তুলি ভরে
বৃথাই বোনা গরম পোশাক
সময় পাখী গেলই চলে উড়ে।

শায়েরি - ৮

And look—a thousand Blossoms with the Day
Woke—and a thousand scatter'd into Clay:
And this first Summer Month that brings the Rose
Shall take Jamshýd and Kaikobád away.

ভাবানুবাদ

দেখো, কত ফুল সেজেছে সুখে;
আর, কত ফুল যে মাটির বুকে।
এই ফাগুনের গুলবাহার
জামশিয়েদ আর কৈকোবাদকে করলো পার।

শায়েরি - ৯

But come with old Khayyám, and leave the Lot
Of Kaikobád and Kaikhosrú forgot!
Let Rustum lay about him as he will,
Or Hátim Tai cry Supper—heed them not.

ভাবানুবাদ

হওনা সাথী বুড়ো এই খৈয়ামের
কাজ কী হেথায় কৈকোবাদ আর কৈখসরুর নামের?
যাকনা চলে রুস্তম আর হাতেম তাই
তাদেরও হেথায় কাজটি নাই।

শায়েরি - ১০

With me along some Strip of Herbage strown
That just divides the desert from the sown,
Where name of Slave and Sultan scarce is known,
And pity Sultán Máhmúd on his Throne.

ভাবানুবাদ

আমার সাথে এসোনা চলে
শ্যামলা ক্ষেতে আর মরুস্থলে
রাজপাট সব ছুঁড়ে ফেলে
মামুদশাহকেও গিয়েই ভুলে!

শায়েরি - ১১

Here with a Loaf of Bread beneath the Bough,
A Flask of Wine, a Book of Verse—and Thou
Beside me singing in the Wilderness—

And Wilderness is Paradise enow.

ভাবানুবাদ

খাদ্য কিছু আর পেয়ালা ভরা সুরা
কবিতা কিছু সাথে,তোমার হাত ধরা হাতে
তোমার সুর বাজছে কানে
জঙ্গাল এই হয়েছে স্বর্গ আজ এখানে।

শায়েরি - ১২

"How sweet is mortal Sovranty!"—think some:
Others—"How blest the Paradise to come!"
Ah, take the Cash in hand and wave the Rest;
Oh, the brave Music of a distant Drum!

ভাবানুবাদ

রাজ্যলাভের আশা যে বৃথা।
ছলনা যে স্বর্গসুখের নেশায় মেশা।
যা মেলে হেথায় নাওনা হাত পেতে
দূরের বাদ্যির সুরে না মেতে।

শায়েরি - ১৩

Look to the Rose that blows about us—"Lo,
"Laughing," she says, "into the World I blow:
"At once the silken Tassel of my Purse
"Tear, and its Treasure on the Garden throw."

ভাবানুবাদ

ঐ ফুটেছে গোলাপ দেখো,
বলছে সে যে হেসে হেসে
থাকবেনা কো দুঃখ - সুখ কিছুই যে
তারই মাঝে যত পারিস, বেঁচেইনে।

শায়েরি - ১৪

The Worldly Hope men set their Hearts upon
Turns Ashes—or it prospers; and anon,
Like Snow upon the Desert's dusty Face
Lighting a little Hour or two—is gone.

ভাবানুবাদ

আশার ছবি ধরতে যে চাই
কখনো হয় স্বপ্নপূরণ, কখনো বা ধরি ছাই
যা দেখি সব ক্ষণিকেরই
মরুতে যেন বরফ চাঁই।

শায়েরি - ১৫

And those who husbanded the Golden Grain,
And those who flung it to the Winds like Rain,
Alike to no such aureate Earth are turn'd
As, buried once, Men want dug up again.

ভাবানুবাদ

যত্ন করে সোনার বীজ বুনছে কেউ
বীজ উড়িয়ে কেউ বা তোলে হাওয়ায় ঢেউ
যা কিছু সব শেষ এখানেই
কবর ছেড়ে ফেরেনা কেউ।

শায়েরি - ১৬

Think, in this batter'd Caravanserai
Whose Doorways are alternate Night and Day,
How Sultán after Sultán with his Pomp
Abode his Hour or two, and went his way.

ভাবানুবাদ

ভেবে দেখো এ সরাইখানার
দিন রাত্রি - দুইটি দ্বার।
রাজার পরে আসে রাজা
যায়ও চলে,হলেই সময় পার।

শায়েরি - ১৭

T hey say the Lion and the Lizard keep
The Courts where Jamshýd gloried and drank deep;
And Bahrám, that great Hunter—the Wild Ass
Stamps o'er his Head, and he lies fast asleep.

ভাবানুবাদ

সুরার নেশায় চিরনিদ্রায় জামশিয়াদা যেথায় লীন,
থাকছে সেথায় সিংহরাজা আর টিকটিকি যে অতিহীন।

রাজশিকারী ব্রাহাম যে ঘুমোন হেথা
বন্য গাধায় ছুঁয়ে যায় যে তাঁর মাথা।

শায়েরি - ১৮

I sometimes think that never blows so red
The Rose as where some buried Cæsar bled;
That every Hyacinth the Garden wears
Dropt in its Lap from some once lovely Head.

ভাবানুবাদ

ভাবি যে মনে কার রক্তে
গোলাপ হল লাল?
এই বাগিচায় ফোটে যে ফুল
শোনায় সে কোন সোহাগিনীর করুন হাল?

শায়েরি - ১৯

And this delightful Herb whose tender Green
Fledges the River's Lip on which we lean—
Ah, lean upon it lightly! for who knows
From what once lovely Lip it springs unseen!

ভাবানুবাদ

খুশীর সবুজ হেথায় রাখা
নদীর মুখে হাসি মাখা।
ধীরে ফেরো এধার,ওধার
না ছুঁয়ে তার ব্যথার তার।

শায়েরি - ২০

Ah, my Beloved, fill the Cup that clears
TO-DAY Of past Regrets and future Fears—
To-morrow?—Why, To-morrow I may be
Myself with Yesterday's Sev'n Thousand Years.

ভাবানুবাদ

প্রিয়া আমার পেয়ালা ভরো আর ভুলিয়ে দাও
কালকে যা হয়েছে আর কালকে যা হবে তাও।
চাইনা তোমায় আগামীকাল
অতীতেই থাক আমার নাগাল।

মিঠু ঘোষাল
গভর্ণমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসিং এস্টেট। ব্লক- কিউ। ফ্ল্যাট নম্বর-১৩।
বজবজ। কলকাতা-৭০০১৩৭।
ফোন নম্বর- ০৩৩২৪৯২৪৩৪১, ০৩৩২৪৭০-৩৬৩৭। মোবাইল নম্বর- ৯০০৭৭৮৪৪৮৬,
৮৯০২৬৮৫২৯২, ৯২৩১৮১১৫৩৬, ৮৯৬১৩২৬০০৮।